মৎস্য অধিদপ্তর এর চূড়ান্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা ২০২০-২০২১

ক) উদ্ভাবনের ধরনঃ নতুন (আইডিয়া পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	মণিরামপুর, যশোর	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মৎস্যচাষীকে জরুরী পরামর্শ সেবা প্রদান	মৎস্যচাষী জরুরী পরামর্শের জন্য উপজেলা দপ্তরের নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে (উপজেলা দপ্তরের কর্পোরেট মোবাইল নম্বরে) ফোন করবে, এবং কর্মকর্তার নির্দেশে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের এনএটিপি-২ লিফ পানি পরীক্ষার কিট এবং ডিজিটাল ট্যাবসহ (ইন্টারনেট সংযোগসহ) দ্রুততম সময়ে চাষীর কাছে হাজির হবে। লিফ কর্মকর্তার পরামর্শে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর ডিজিটাল ট্যাবের মাধ্যমে চাষীকে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত করবেন এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা চাষীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। ফলে চাষী কাঙ্ক্ষিত সেবা পাবে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	মৎস্যচাষে রোগ বালাই এর ফলে সৃষ্ট সমস্যার কারনে মাছের উৎপাদন কম হয়, চাষী কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয় এবং চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সাথে তাৎক্ষনিক যোগাযোগ এবং পরামর্শ সেবা নিতে উপজেলা দপ্তরে যাওয়া চাষীর জন্য বিড়ম্বনা। উপজেলা দপ্তরের সীমিত জনবল ও সড়ক যোগাযোগ সময়সাপেক্ষ বিধায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চাষীকে মাছের রোগ বালাই নিয়ন্ত্রনের পরামর্শ সেবা অধিক ফলপ্রসূ। এক্ষত্রে, সময় পরিদর্শন এবং খরচ সাশ্রয়ী হবে উপরন্তু মৎস্যচাষী স্বস্তি পাবে।	রিপন কুমার ঘোষ ০১৭১৮৬৪৩৫১৪ ripon.du১৫@gmail.com	২০১৯-২০ এ প্রাপ্ত নতুন আইডিয়া	কর্পোরেট সিমকার্ডসহ মোবাইল হ্যান্ডসেট- ৫,০০০/- (টাকা) ইন্টারনেট সংযোগসহ অ্যান্ড্রয়েড চালিত মোবাইল হ্যান্ডসেট- ৩০,০০০/- (টাকা) প্রচার-প্রচারণা ও লিফলেট- ৫,০০০/- (টাকা) অন্যান্য-১০,০০০/- (টাকা)	না	হ্যাঁ	১. মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ২. মৎস্যচাষীর সাথে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে ৩. চাষীর উপজেলা দপ্তরে আসার খরচ বাঁচবে ৪.সীমিত জনবলের মাধ্যমে মৎস্যচাষীদের সঠিক সময়ে পরামর্শ সেবা প্রদান করা সহজ হবে। ৫. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য পরামর্শ সেবা প্রদান সম্ভব হবে এবং সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সহজ হবে।	রিপন কুমার ঘোষ ০১৭১৮৬৪৩৫১৪ ripon.du১৫@gmail.com
২.	ফুলতলা, খুলনা	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মৎস্য প্রযুক্তি সেবা সহজীকরণ এবং মৎস্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি - 'মৎস্য ই-পাঠশালা'	মৎস্য ই-পাঠশালা' একটি ডিজিটাল মৎস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ উদ্যোগ।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ইউ টিউব, ফেস বুক প্রভৃতি) ব্যবহার করে মৎস্য প্রযুক্তি সেবাসমূহ (ভিডিও ধারণ পূর্বক তা ডিজিটাল কনটেন্ট বা তথ্য চিত্র আকারে) চাষিদের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছানো সম্ভব হবে এবং সেবা প্রদান অনেক সহজ হবে।এর ফলে নতুন নতুন মৎস্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে।	উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে ভিডিও কনটেন্ট বা সফল চাষিদের নিয়ে নির্মিত ছোট ছোট তথ্য চিত্রের দ্বারা অন্যান্য চাষিদের নিকট মৎস্য প্রযুক্তি সেবা সমূহ সহজে যেমন পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে, তেমনি তারা বেশ অনুপ্রাণিতও হবে। মৎস্য চাষিদের TCV (Time, Cost, Visit) কমে যাবে।মৎস্য উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান হবে।	রণজিৎ কুমার ০১৭১৭২৮৫০১৫ ranajitufo@gmail.com	২০১৯-২০ এ প্রাপ্ত নতুন আইডিয়া	একটি ডিজিটাল ক্যামেরা- ৮০,০০০/-, একটি মাল্টি মিডিয়া প্রোজেক্টর- ৫০,০০০/-, সেমিনার বাবদ ৩০,০০০/-, সর্বমোট সম্ভাব্য ব্যয় হবে ১,৬০,০০০/-	না	হ্যাঁ	যেহেতু 'মৎস্য ই-পাঠশালা' সরাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য সেহেতু উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে সর্বস্তরের চাষিরা সহজে মৎস্য প্রযুক্তি সেবা পাবে এবং খুব উপকৃত হবে। এছাড়া নব নব লাগসই ও আধুনিক মৎস্য প্রযুক্তি সেবা গ্রহণের মাধ্যমে	রণজিৎ কুমার ০১৭১৭২৮৫০১৫ ranajitufo@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
										নতুন নতুন মৎস্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে।	
৩.	মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।	নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি	Traceability বলতে মৎস্য পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে বিতরণের সকল স্তরের তথ্য অনুসরণ বুঝায় যার মাধ্যমে পণ্য কোন দূষিত পদার্থ আছে কিনা তার উৎস্য সনাক্ত করা যায় (Regulation EC No. ১৭৮/২০০২) । Traceability পদ্ধতি মেনে চলা ফুড চেইনের (Farm to fork) এর প্রত্যেকের দায়িত্ব। চিংড়ি ভ্যালুচেইন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য Stakeholder জড়িত। যেমন PL উৎপাদনকারী হ্যাচারী, চাষী, Middle ম্যান, আড়তদার, প্রক্রিয়াজাতকারক ও ক্রেতা। এ কারনে ভ্যালুচেইনের বিভিন্ন স্তরে চিংড়ির গুণগত মানের অবনতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইউ রেগুলেশন অনুযায়ী Traceability নিশ্চিত করতে ম্যানুয়ালী সকল তথ্য, সংরক্ষণ করা হলেও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের ক্ষেত্রে এই Traceability সুবিধা কাজে লাগছেনা। চিংড়ির মূল ক্রেতা/মূল বাজার ইউভুক্ত দেশসমূহ হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রেতার সকল তথ্য অনলাইনে পেতে ইচ্ছুক এবং ক্রয়ের পূর্বেই তারা তথ্য যাচাই করে পণ্যের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা স্থাপনে আগ্রহী। এক্ষেত্রে, বিদেশে রপ্তানীকৃত পণ্যের প্যাকেটে বিশেষায়িত কোড প্রদানের মাধ্যমে Electronic-traceability (E-traceability) নিশ্চিতকরণ সম্ভব। চিংড়ির value chain-এ জড়িত চাষীদের বেশীভাগ ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, জাতীয় স্মার্ট পরিচয়পত্রের মতোই কার্ড ইস্যু করা যেতে	National Residue Control Plan নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত পদার্থের অবৈধ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ এর পাশাপাশি খামারযুক্ত মাছ ও চিংড়িতে অবাঞ্ছিত পদার্থের অবশিষ্ট দূষণের স্থিতি পর্যবেক্ষণ করার একটি প্রোগ্রাম । এর সাহায্যে জীবিত প্রাণী এবং প্রাণীজ পণ্যগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু পদার্থ এবং এর অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট প্রাণীর পণ্যগুলিতে নির্দিষ্ট পদার্থ এবং এর অবশিষ্টাংশের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ই-ট্রেসেবিলিটি এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত পদার্থের অবৈধ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ সহযতর হবে।	ড.সুবর্না ফেরদৌস ০১৭১৮১২৪০১০ ferdous৩১৭৬@gmail.com	২০১৯-২০ এ প্রাপ্ত নতুন আইডিয়া	প্রাথমিক পর্যায়ে চিংড়ি উৎপাদন এগিয়ে আছে এমন একটি ইউনিয়নের সর্বোচ্চ চিংড়ি উৎপাদনকারী ১০ জন চিংড়ী চাষী, একটি আড়ত ও একটি প্রসেসিং প্ল্যান্ট একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় এনে কাজ শুরু করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের Apps, কম্পিউটার, বিশেষায়িত মেশিন রিডার, নেটের লাইন ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩-৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।	না	হ্যাঁ	বাস্তবায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশে উৎপাদিত চিংড়ীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। বর্তমানে থাইল্যান্ড, মালেয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া E-traceability অনেক প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। E-traceability পণ্যের কনজ্যুমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে চিংড়ির মূল্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।	ড.সুবর্না ফেরদৌস ০১৭১৮১২৪০১০ ferdous৩১৭৬@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			পারে যার সকল তথ্য Central Database-এ জমা থাকবে। এই database এর সকল তথ্য সেন্টার সার্ভারে জমা হবে। প্রত্যেক আড়ত ও প্রত্যেক প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানিতে এর তথ্য আদান প্রদানের জন্য Readable মেশিন থাকবে এবং তথ্য Input করার সুযোগ থাকবে। প্রত্যেকের একটি Account থাকবে যাতে তার ঘের কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের সকল তথ্য Account সংরক্ষণ করা যাবে।								
৪.	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনা খরচে চাষি/উদ্যোক্তাদের মৎস্য পরামর্শ প্রদান	ফেসবুক/সোশ্যাল মিডিয়াতে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাষির সাথে ইন্টারএকশন করা হবে। চাষি/উদ্যোক্তা কোন বিষয় বলা/লেখার সাথে সাথেই এ বিষয়ক তথ্য, নিয়মকানুন, ম্যানুয়েল, অডিও ইন্সট্রাকশান, ভিডিও টিউটোরিয়াল, ইমেজ ইলাসট্রেশন চলে আসবে। একই সময়ে হাজার হাজার মানুষকে লাইভ সেবা দেওয়া যাবে। চাষি/উদ্যোক্তা সরাসরি আপডেটেড সেবা নিতে পারবে। মোবাইল এপ্সের মত জটিল কোন ইন্টারফেস থাকবে না।	চাষি ২৪ ঘন্টা সেবা নিতে পারবে কোন পয়সা খরচ ছাড়াই। এছাড়াও চাষি/উদ্যোক্তাদের একটা ডেটাবেইজ তৈরি করা যাবে। তারপর এই ডেটা এনালিসিস করে আরো উন্নতমানের সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এক কথায় চাষিদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে যাবে বিনা পয়সায়।	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	৫,০০,০০০/=	না	হ্যাঁ	চাষি ২৪ ঘন্টা সেবা নিতে পারবে কোন পয়সা খরচ ছাড়াই। এছাড়াও চাষি/উদ্যোক্তাদের একটা ডেটাবেইজ তৈরি করা যাবে। তারপর এই ডেটা এনালিসিস করে আরো উন্নতমানের সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এক কথায় চাষিদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে যাবে বিনা পয়সায়।	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com
৫.	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	বাংলাদেশ প্রাপ্ত সব মাছের নাম, ছবি, বৈশিষ্ট নিয়ে এপস/ওয়েবসাইট তৈরি	সব মাছের নাম, ছবি, বিবরণ একীভূত করে ডেটাবেইজ তৈরি করে এপস বা ওয়েবসাইটে স্থানান্তর এবং পাবলিক একসেস দেওয়া।	Awareness বাড়লে দেশীয় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ বাড়বে এতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের গুটিকয়েক পরিচিত মাছ ছাড়া বেশিরভাগ মাছ নিয়ে বিস্তারিত ধারণা নেই। নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ মানুষেরই মাছ সম্পর্কে ধারণা কম। ধারণা কম থাকলে তারা মাছের সংরক্ষণ, প্রজনন এবং চাষ পদ্ধতি নিয়ে কিছু ভাবেন না। ডিমওয়ালা মাছ খেলে	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	৫,০০,০০০/=	না	হ্যাঁ	১। চাষি/উদ্যোক্তারা বিভিন্ন মাছ সম্পর্কে ধারনা পাবে। ২। ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশের মাছ নিয়ে জানতে পারবে। ৩। এনডেনজারড স্পেশিস নিয়ে সচেতনতা তৈরি হবে ৪। মানুষ মৎস্য চাষে আগ্রহী হবে	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
				কিভাবে দেশের ক্ষতি হয় সে বিষয়গুলি অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন না। সেগুলো বিস্তারিত জানা থাকলে মানুষ সচেতন হবে।							
৬.	মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	কৃষকের আঙিনায় মৎস্য সেবা	প্রতিটি উপজেলা সদর ও ইউনিয়নে সপ্তাহে ১/২ বার সাধারনত হাট/ বাজার বসে। এই হাট/ বাজারের দিন অত্র বাজার এলাকাতে প্রচুর মানুষের আগমন ঘটে। হাটের দিন এখানে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষ হতে একটি মোবাইল টিম থাকবে, যারা হাটে আগত মানুষকে মৎস্য চাস বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করবে। পাশাপাশি যারা মাছ চসের সাথে জড়িত নন তারাও মাছ চাসে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। প্রতিটি ইউনিয়নে সপ্তাহে ২ দিন করে মোবাইল টিমের মাধ্যমে চাষির দোরগোড়ায় যেমন মৎস্য চাষ সেবা পৌছে দেওয়া সম্ভব তেমনি নতুন চাষিও সৃষ্টি করা সম্ভব। মোবাইল টিমকে সাহায্য করবে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লিফ, ক্ষেত্রসহকারী।	চাষিকে কষ্ট করে মৎস্য অফিসে সেবা নিতে আসতে হবে না। চাসির দোরগোড়ায় মৎস্য সেবা পউছে দেওয়া যাবে সাথে সাথে নতুন চাসিও সৃষ্টি হবে। ফলে চাসির সময়, ভ্রমণ ও খরচ কমবে।	মোঃ তৌহিদ হাসান ০১৭৭৫১১০০০২ tawhidshawon@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	৫,০০০/=	না	হ্যাঁ	চাষিকে কষ্ট করে মৎস্য অফিসে সেবা নিতে আসতে হবে না। চাসির দোরগোড়ায় মৎস্য সেবা পউছে দেওয়া যাবে সাথে সাথে নতুন চাসিও সৃষ্টি হবে। ফলে চাসির সময়, ভ্রমণ ও খরচ কমবে।	মোঃ তৌহিদ হাসান ০১৭৭৫১১০০০২ tawhidshawon@gmail.com
৭.	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদান	বর্তমানে মৎস্যচাষিগণ মৎস্য বিষয়ক সেবা গ্রহণের জন্য উপজেলা/জেলা মৎস্য দপ্তরে গমন করতে হয়, যাতে মৎস্যচাষি তথা সেবা গ্রহিতাদের শ্রম, অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয়। উপজেলা/জেলা মৎস্য দপ্তরসমূহে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকবলের অভাব। অনেক মৎস্যচাষি জানেন না যে, কোথায় প্রকৃত মৎস্য বিষয়ক সেবা পাওয়া যায়।	"মৎস্যচাষি স্কুল" নামক এন্ড্রয়েড অ্যাপটি প্লে-স্টোরে দেওয়া হয়েছে। মৎস্যচাষ বিষয়ক সকল বিষয়ই অ্যাপটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যা থেকে মৎস্যচাষিসহ সংশ্লিষ্টরা মৎস্য দপ্তরে গমন ব্যতিরেকেই মৎস্য বিষয়ক সেবা পাচ্ছেন। অ্যাপটিতে উদ্ভাবকের সাথে মৎস্যচাষির অনলাইন চ্যাটের সুবিধা রয়েছে। ইউটিউবে "অনলাইন স্কুল" নামে একটি চ্যানেল খুলে সেখানে মৎস্যচাষ সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করে সেগুলো আপলোড করি, যা থেকে মৎস্যচাষিসহ সংশ্লিষ্টরা মৎস্য দপ্তরে গমন ব্যতিরেকেই মৎস্য বিষয়ক সেবা পাচ্ছেন।	মো: সামছু উদ্দিন ০১৭২৮২৫৫২১৫ shamsuddin.nstu@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	১,৫০,০০০/=	না	হ্যাঁ	পেরেশানি থেকে নিষ্কৃতি কম জনবলের সম্পৃক্ততা কর্মঘন্টা হ্রাস অর্থ সাশ্রয়	মো: সামছু উদ্দিন ০১৭২৮২৫৫২১৫ shamsuddin.nstu@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
৮.	তজুমদ্দিন, ভোলা	জেলেদের দাদন এর অভিশাপ থেকে মুক্তি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি	নিবন্ধিত জেলেদের সমাজভিত্তিক ক্ষুদ্র সঞ্চয় সৃষ্টি করে সমিতির মাধ্যমে সেই সঞ্চয় থেকে ও সেই সঞ্চয় এর ২০০% বিনা সুদে বা স্বল্প সুদে সরকারি ঋণ এর ব্যবস্থা করা এবং মৎস্য ক্যালেন্ডার তৈরি করে মাছের প্রাচুর্যতা অনুসারে ঋণের টাকা নির্ধারণ করা ও বন্ধ মৌসুমে ঋণ গ্রহন বন্ধ রাখা। মৎস্য ক্যালেন্ডার অনুসারে বন্ধ মৌসুমের আগেই সেই সঞ্চয় থেকে (সরকারি প্রনোদনা সহ)বিনা সুদে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, গরু,ছাগল, ভেড়া, হাস-মুরগী ইত্যাদি পালন, জেলেদের পরিবারের মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রদানসহ প্রশিক্ষণ প্রদান, এছাড়া যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষন প্রদান।	ইলিশ আমাদের ভোগৌলিক নির্দেশক পণ্য। ইলিশ আমাদের জাতীয় সম্পদ। পৃথিবীর মোট ইলিশের ৮৬% ইলিশ এখন বাংলাদেশে আহরিত হয় (সেপ্টেম্বর ১২, ২০২০, প্রথম আলো)। ইলিশ রপ্তানি করে এ দেশ প্রতিবছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। আমাদের মোট মাছ উৎপাদনের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ইলিশ। ইলিশ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। অথচ যারা ইলিশ আহরণের সাথে জড়িত, যাদের দিন- রাত, রৌদ্র- বৃষ্টি, বন্যা কোন কিছুই ইলিশ আহরণ বিরত রাখতে পারে না, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা আমাদের ইলিশ আহরণের এ বিপ্লব ঘটিয়েছে তারা আজও অবহেলিত। ইলিশ বাড়ছে কিন্তু তাদের জীবন মান বাড়ছে না। ইলিশ বাড়ার সুফল লুফে নিচ্ছে মহাজনেরা। দাদনের কড়াল গ্রাসে নিপতিত জেলেদের জীবন। ১০% সুদের পরেও অতিরিক্ত মাছ গ্রহন, অন্য আড়ৎ এ না বিক্রি করতে পারা, মোটকথা তারা আজ জিম্মি এ মহাজনদের কাছে। তাই সবার জীবন মানের উন্নয়ন হলেও দেশের এ উন্নয়নে তারা রয়েছে পিছিয়ে। সরকার কৃষিখাতে বিভিন্নরকম প্রণোদনা, সুদবিহীন ঋণ ও ভর্তুকি দিলেও জেলেরা এ ক্ষেত্রে অবহেলিত। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে হলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নত দেশের যে ভিশন তা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাদ দেয়া যাবে না। তাই এ নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে দাদনের এ অভিশাপ থেকে মুক্তি , তাদেরকে বিনা সুদে বা স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা, বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঋণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।	মু. মাহফুজুর রহমান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭১৭৬৫৪৯৪৫ mahfujmuradgen@gmail.com	২০২০-২০২১ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	৯,৮০,০০০/=	না	হ্যাঁ	আইডিয়া বাস্তবায়ন হলে নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যাবে। ১. দেশ থেকে অতিদারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের হার কমবে।২. দাদন প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে জেলেদের জীবন মান উন্নত হবে।৩. জেলেদের সন্তানদের শিক্ষার হার বাড়বে। ৪. বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে মৎস্যের আইন বাস্তবায়ন সহজ হবে। ৫. দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। ৬. সর্বোপরি দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়বে ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।	মু. মাহফুজুর রহমান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭১৭৬৫৪৯৪৫ mahfujmuradgen@gmail.com
৯.	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।	FTMS (FISHING TRAWLWR	By using GPS we can locate and monitor trawlers that are used in hilsha fishing during banned period (	The main problem that we are facing during banned periods is taking control of fishing trawlers that are	সুদীপ ভট্টাচার্য সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭২৯৬৯৫২৫২	২০২০-২০২১ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	৮০০০/= প্রতি ট্রলারে পাইলটিং এর জন্য ১০ টি ট্রলারে খরচ ৮০,০০০/=	না	হ্যাঁ	It will effective for increasing hilsha	সুদীপ ভট্টাচার্য সিনিয়র উপজেলা

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
		MONITORING SYSTEM)	mother hilsha and jatka fishing) and make these programme more effective. It will help for increasing hilsha production.	used in fishing.Form some particular point or ghat of river these trawlers are operated.These trawlers are owned and operated by some specific arotdar/mohajon of these ghats.So if we can bring these trawlers under registration and GPS monitoring system we can easily take control over these trawlers. By these we can monitor the movement of these trawlers easily and identify owner promptly and take quick response. So for proper monitoring and prepone our program by smartly handling banned period this idea will work.	sudip.bau২০@gmail.com					production of our country.	মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭২৯৬৯৫২৫২ sudip.bau২০@gmail.com
১০.	কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী	দলভিত্তিক গুনগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন	১০ থেকে ১৫ জন চাষী মিলে একটি আদর্শ পুকুর নির্বাচন করা হবে। সেই পুকুরে উপযুক্ত সময়ে রেনু বা ধানী পোনা মজুদ করা হবে। পোনা উৎপাদন পর্যন্ত সকল খরচের বিবরণ লিখিত আকারে উপস্থাপন করার পরে মোট টাকার ৪ ভাগের ২ ভাগ সকল চাষী মিলে এবং বাকি দুই ভাগ যে চাষীর পুকুর পোনা উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করা হবে, তিনি নির্বাহ করবেন। পোনা উৎপাদনের পরে একটি পূর্বনির্ধারিত দামে এবং পরিমানে বাকি চাষিরা ক্রয় করবেন। ফলে গুনগত মানসম্পন্ন এবং সঠিক সময়ে পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে।অধিদপ্তর শুধুমাত্র রেনু বা ধানী পোনা ক্রয়ের ব্যয় নির্বাহ করবে যা ৩০ খেকে ৪০ শতক পুকুরের জন্য ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা হতে পারে।	সঠিক সময়ে গুনগত মানসম্পন্ন পোনা পাওয়া যায় না, গেলেও পরিবহন খরচ ও অন্যান্য কারনে চাষিরা আগ্রহী হয় না।বিশেষ করে মনোসেক্স তেলাপিয়া, শিং, মাগুর, কই, পাবদা ইত্যাদি মাছের গুনগত মানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তি।	মোঃ আবুল কাশেম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৩৭৪৭৮১৪১ nirobru১৯৮৮@gmail.com	২০২০-২০২১ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	২৫,০০০/=	না	হ্যাঁ	গুনগত মানসম্পন্ন এবং সঠিক সময়ে পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে।বিশেষ করে মনোসেক্স তেলাপিয়া, শিং, মাগুর, কই, পাবদা ইত্যাদি মাছের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে। ফলে মাছচাষে ব্যাপক সাফল্য আসবে।	মোঃ আবুল কাশেম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৩৭৪৭৮১৪১ nirobru১৯৮৮@gmail.com
১১.	হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর	মৎস্য চাষ সেবা সম্প্রসারণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস	প্রাথমিক ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষী প্রতিনিধিরা সাধারণ মাছ চাষীদের পুকুরের পানি পরীক্ষা এবং রোগাক্রান্ত মাছের ছবি সামাজিক যোগাযোগ	সাধারণ মাছ চাষীদের নিকট "মৎস্য চাষ সেবা সম্প্রসারণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস" পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রসু সেবা পৌছানোর	মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	২০২০-২০২১ এ	৫০,০০০/=	না	হ্যাঁ	র্তমান বৈশ্বিক কোকোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণে সামাজিক দূরত্ব	মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			মাধ্যম (ইমো, ওয়াটস এপ, ফেসবুক মেসেঞ্জার ইত্যাদি) ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট পৌছাবে। পরবর্তীতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তাৎক্ষনিক সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রধান করবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চাষীদের পরামর্শ প্রধান করবেন।	মাধ্যমে বর্তমান বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং একইসাথে মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সহজতর হবে। অন্যদিকে এই উদ্ভাবনীয় উদ্যোগের ফলে মাছ চাষীদের সময়, অর্থ ও সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ পাওয়া নিশ্চিত হবে।	০১৭২২০৩৪৭৯২ aselnstu@gmail.com	প্রাপ্ত আইডিয়া				মেনে চলা, মাছ চাষীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সঠিক সময়ে সঠিক পরাপর্শ পাওয়া যাবে।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭২২০৩৪৭৯২ aselnstu@gmail.com
১২.	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	IoT ভিত্তিক পানির গুণাগুন পরিমাপক স্মার্ট ডিভাইস ।	মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য পানির বিভিন্ন প্যারামিটার নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখা আবশ্যক। নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সকল প্যারামিটার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থায় যা দুরূহ। এই ডিভাইসটির মাধ্যমে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ডাটা পাওয়া যাবে। ফলে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থাগ্রহণ সহজ হবে। ডিভাইসে সংযুক্ত সেনসরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডাটা মোবাইল/ কম্পিউটারে ইন্সটলকৃত প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহক/ চাষিকে জানিয়ে দেবে। নির্ধারিত মানের উপর/ নিচে কোন মান পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে এলার্ম বেজে উঠবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদি পানিতে অক্সিজেন লেভেল ৪ মিঃগ্রাম/লিটারের নিচে নেমে যায় তাহলে ডিভাইসটিতে সংযুক্ত এরেটর চালু করার নির্দেশনা আসবে। অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে চাইলে মোবাইল/কম্পিউটারে সুইচের মাধ্যমে এরেটর চালু করা যাবে।	সার্বক্ষণিক তদারকি করা যাবে। মাছের রোগ/মড়ক নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে নতুন প্রজন্মকে মৎস্য সেক্টরে সংযুক্তকরণ। মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন। পানির গুনাগুন ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাস করা।	মোঃ আলমগীর হোসেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার(নিজ বেতনে) ০১৭২৯৯৪৪৪৯৬ alamgirazadee@gmail.com	২০২০-২০২১ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	৫০,০০০/=	না	হ্যাঁ	তাৎক্ষণিকভাবে পানির বিভিন্ন প্যারামিটার সম্পর্কে জানা যাবে।মাছ/চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাস হবে। নতুন প্রজন্মকে মাছ/চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত করা যাবে। শ্রম ঘনত্ব কমিয়ে আনা যাবে। রোগ/মড়ক নিয়ন্ত্রণ সহজ হলে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।	মোঃ আলমগীর হোসেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার(নিজ বেতনে) ০১৭২৯৯৪৪৪৯৬ alamgirazadee@gmail.com

খ) উদ্ভাবনের ধরনঃ পাইলটিং (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	বাংলাদেশের মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণে স্বল্পব্যয়ী অটোমেটিক ফিশ ফিডার তৈরি	বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলো সনাতন ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই সনাতন ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিভিন্ন আধুনিক মৎস্যচাষ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য খামারের মৎস্য খাদ্য প্রদান যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে মৎস্য খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হবে। সমাধান পদ্ধতি: মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ (Mechanization and digitalization of fish feed application system) বাংলাদেশের মৎস্য খাতের অবদান আজ সারা বিশেব স্বীকৃত। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থান দখল করে আসছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৫ গুণ বাড়লেও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১৮ গুণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি পাঙ্গাস, কই, শিং, মাগুর, পাবদা ও তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ নীরব বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ মাছ চাষে ব্যাপকহারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হওয়ায় বড় বড় বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা মৎস্য খাতে বিনিয়োগ করছে এবং বিভিন্ন এলাকায় মৎস্য খামার গড়ে তুলছে। মাছ চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিষয় হলো মাছের কৃত্রিম খাবার। মাছ চাষের খরচের প্রায়	অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে ১. মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। একই সাথে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ কমানো ও মৎস্য খাদ্যের এফসিআর কমানো যায়।	ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী ০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h১৯৯৮@yahoo.com	৩০%	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত সময় ও ব্যয় ক্রমিক নং কাজের ধরন পরিমান সময়কাল (মাস) ব্যয় (লক্ষ) মন্তব্য ১ মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ ১. অটোমেটিক ফিশ ফিডার মেশিন স্থাপন ২. ডিজিটাল করণের জন্য কন্ট্রোলার স্থাপন ৬ টি ৬ টি ৩ ৩ ২. ওয়েবসাইট তৈরি ১ টি ১ ২ ৩. ডিজিটাল করণের জন্য কন্ট্রোলারসমূহের অপারেটিং সফটওয়ার তৈরি ২ ২ মোট ৬ ৭	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে ১. মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। একই সাথে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ কমানো ও মৎস্য খাদ্যের এফসিআর কমানো যায়।	ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী ০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h১৯৯৮@yahoo.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			৬০ থেকে ৮০ ভাগ খরচ হয় মাছের কৃত্রিম খাবার ক্রয়ের জন্য। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার দেওয়ার কথা থাকলেও মৎস্য চাষীরা জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য খাবার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় অনুমান করে বিভিন্ন সময়ে মাছের খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়াও শ্রমিকেরা তাদের পরিশ্রম কমানোর জন্য অনেক সময় এক জায়গায় মাছের সকল খাবার প্রয়োগ করে থাকে। ফলে কখনও খাবারের স্বল্পতা আবার কখনও অধিক খাবার প্রয়োগের কারণে তা নষ্ট হয়ে পুকুরের পানি দূষিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসের সৃষ্টি হয়, অক্সিজেন স্বল্পতার ফলে মাছের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এবং মাছের কাংখিত উৎপাদন ব্যাহত হয়। অটোমেটিক ফিস ফিডার (Automatic Fish Feeder) ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার একটি প্রোগ্রামকৃত যন্ত্র। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার সুষম দূরত্বে সমহারে পুকুরে প্রয়োগ করা যায়। এতে সকল মাছের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং শ্রমিক নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এটি ম্যানুয়ালি অথবা মোবাইল-ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে এবং প্রয়োগকৃত খাদ্যের ডাটাসমূহও সংরক্ষণ করা হবে। ফলে প্রতিদিন, প্রতিমাসে, প্রতিবছরে কোন পুকুরে কতটুকু খাবার দেওয়া হয়েছে এবং মোট খাবারের পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যাবে। এর সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন সেন্সরের মাধ্যমে মৎস্য খামারের পরিবেশগত তথ্যাদি পাওয়া যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলিকে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও								

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			বিজ্ঞানভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব তথা ব্যয় সাশ্রয়ী করে তোলা সম্ভব। তাছাড়া সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ (Real Time Monitoring) এর মাধ্যমে মৎস্য খামারের জৈব নিরাপত্তা (Bio-safety) নিশ্চিত করে পরিবেশবান্ধব মৎস্য উৎপাদন করা যায়। তাছাড়া শ্রমিক নির্ভরতা কমিয়ে মৎস্য উৎপাদন খরচ কমানো যায়। সর্বোপরি মাছের উৎপাদন উলম্বভাবে (Vertical) বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছচাষে এক বিপ্লব ঘটানো যেতে পারে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তিনটি মৎস্য খামার যেমনঃ মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষীপুর, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মুন্সীগঞ্জ সদরে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। নির্বাচিত এই তিনটি মৎস্য খামারে অটোমেটিক ফিস ফিডার স্থাপন করা হবে।								
০২	ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	Dr. Fish (মাছের ডাক্তার)	Dr. Fish অ্যাপ তৈরি করা হবে যেখানে মৎস্য কর্মকর্তার প্রোফাইল (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর), ছবি তোলা ও পাঠানো, অডিও কল, ভিডিও কলের অপসন থাকবে। অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ যে কোনো স্থান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পুকুর পাড়েই মৎস্য সংক্রান্ত সেবা পাবেন- রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থার ছবি পাঠিয়ে অডিও কলের মাধ্যমে অথবা, ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থা দেখার মাধ্যমে।	সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, যাতায়াত ও সেবার মান হ্রাস পাবে।	মোঃ লতিফুর রহমান ০১৭৬৫১১১৪৪৪ Suzan.dof@gmail.com	পাইলটিং কার্যক্রম চলমান	১,০০,০০০/=	চলমান	হ্যাঁ	সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, যাতায়াত ও সেবার মান হ্রাস পাবে।	মোঃ লতিফুর রহমান ০১৭৬৫১১১৪৪৪ Suzan.dof@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
০৩	উপপ্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট	ক্লাষ্টার ফার্মিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্য সেবা সহজীকরণ	সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল চিংড়ি চাষেল জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও উপযোগী। রপ্তানীযোগ্য চিংড়ির শতকরা ৮০% উপকূলীয় অঞ্চলে। দেশের ২৭৬০০০.০০ হেক্টর চিংড়ি চাষ এলাকার মধ্যে প্রায় ৮৫% ঘেরে (প্রায় ১৩৫০০০ হেক্টর জমিতে) এখনও পযন্ত সনাতন পদ্ধতিরে চাষাবাদ হচ্ছে। ফলে চাষির হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন খুবই কম হচ্ছে (গলদা ৬৪৭ কেজি/হেঃ এবং বাগদা ৩১৮ কেজি/ হেঃ) পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে রোগ বালাইয়ের ঝুঁকি বাড়ছে এবং চাষির লাভ কম হচ্ছে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষ দিন দিন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এ সন্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন তন্মধ্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ হলো চাষিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহনে চাষিকে উৎসাহিত করা। এছাড়া জলবায়ু পবির্তনসহ বিভিন্ন কারণে পানির প্যারামিটারগুলোর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের উপর। নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব, চিংড়ির হঠাৎ মড়ক ইত্যাদি বিষয়গুলো উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত মাটি ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা টেকসই ও স্থায়িত্বকরণের লক্ষ্যে চাষির দোড়গোড়ায় মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপেজলায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৬০০০ টি ঘেরে ২৫০০০ জন চাষি চিংড়ি চাষ করে থাকেন। (তন্মধ্যে ৮০% সনাতন পদ্ধতির এবং ২০% হালকা উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ করে)। অধিকাংশই ঘেরে সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদের ফলে উৎপাদন খুবই কম হচ্ছে। এ উপজেলায়	আইডিয়াটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চাষিদের মাঝে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছানো সহজ হবে। ক্লাষ্টার চাষিদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন খরচ কম হবে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা যাবে। চাষির আয় বৃদ্ধি পাবে। জীবনমান উন্নত হবে। চাষিদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে এবং চাষিরা স্বাবলম্বী হবে।	সরোজ কুমার মিস্ত্রি ০১৭১৪৪৪৪২৬২ sufodumuria@gmail.com	পাইলটিং কার্যক্রম চলমান	ক্লাষ্টার চাষিদের প্রশিক্ষণ (১ম ধাপ ২ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ২০০০০.০০ = ৮০০০০.০০ কাষ্টার চাষিদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (২য় ধাপ ১ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ১০০০০.০০ = ৪০০০০.০০ কাষ্টার চাষিদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (৩য় ধাপ ১ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ১০০০০.০০ = ৪০০০০.০০ ক্লাষ্টার চাষিদের মাঝে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক চাষি সহায়িকা বিতরণ ১০০০ টি @ ১০০.০০ = ১০০০০০.০০ প্রতিটি ক্লাষ্টারে ১টি করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন (পোনা সরবরাহ) ৪০@ ২০০০০.০০ = ৮০০০০০.০০ সর্বমোট খরচ = ২৫০০০০০.০০ (পচিশ লক্ষ টাকা মাত্র)	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	আইডিয়াটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চাষিদের মাঝে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছানো সহজ হবে। ক্লাষ্টার চাষিদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন খরচ কম হবে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা যাবে। চাষির আয় বৃদ্ধি পাবে। জীবনমান উন্নত হবে। চাষিদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে এবং চাষিরা স্বাবলম্বী হবে।	সরোজ কুমার মিস্ত্রি ০১৭১৪৪৪৪২৬২ sufodumuria@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			গলদা বাগদা মিলিয়ে বছরে চিংড়ি উৎপাদন প্রায় ১১ হাজার মেট্রিক টন। অথচ চাষিদের মাঝে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হলে অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে হালকা উন্নত পদ্ধতিতে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ উৎপাদন অতি সহজই দ্বিগুন বাড়ানো সম্ভব হতো (সনাতন পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৩৩০ কেজি, হালকা উন্নত পদ্ধতিতেবাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১০০০ কেজি) । মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান স্বল্প সংখ্যক জনবল ও সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সকল চাষিকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করতে সুদীর্ঘ সময় প্রয়োজন। G ‡cÖwÃ•Z একটি অঞ্চল/বিলের চাষিদের একত্রিত করে ক্লাষ্টার গঠন করা হচ্ছে। পাশাপাশি অবস্থিত ২০-২৫টি ঘের চাষিকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণ ,পরামর্শ, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাঠ দিবস, ফলাফল প্রদর্শন ইত্যাদি কাযক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাযক্রমের ফলে চাষিরা দলভাবে শিখতে পারছে। ফলে তারা আনন্দের সাথে সহজেই প্রযুক্তি গ্রহন করতে পারছে। নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। দলগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি চাষের উপকরণ সংগ্রহ করায় তাদের উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় চাষির জীবনমান উন্নয়ন ঘটছে। ক্লাষ্টার চাষিদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে। এ উদ্যোগের আওতায় এ উপজেলায় ৪০ টি ক্লাষ্টারে ১০০০ জন চাষিকে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬০০ জন নারী চিংড়ি চাষি রয়েছে। এ সকল ক্লাষ্টারে চাষির উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি তাদের জীবনমানও উন্নত হয়েছে (বেইজ লাইন উৎপাদন গলদা বাগদা একত্রে ৪৫০ কেজি/হেক্টর; বর্তমান উৎপাদন ১০০০ কেজি/হেক্টর)। বর্তমান অর্থবছর শেষে ৫০টি ক্লাষ্টার গঠনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং								

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরো ২৫টি ক্লাষ্টার গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল ক্লাষ্টার গঠনের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিদের মাঝে সেবা প্রদান করা সহজ হচ্ছে। ক্লাষ্টার চাষিরদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল চাষিদের দেখাদেখি পাশেপাশের চাষিরাও প্রযুক্তি গ্রহনে উৎসাহিত হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় এ উদ্দ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাষির জীবনমান আরো উন্নত হবে।								
০৪	মোল্লাহাট, বাগেরহাট	Wish Pond (ইচ্ছা পুকুর)	যাদের পুকুর নাই বা পুকুর তৈরীর স্থান নাই তারা তাদের গৃহাঙ্গনে ক্ষুদ্র পরিসরে গর্ত করে জৈব মাটির বস্তা দিয়ে পাড় তৈরী পুকুরের ভিতরে পলিথিন দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে মাছের চাষ/মজুদ করলে দরিদ্র মানুষ তাদের প্রয়োজনে মাছ আহরণ করতে পারবে। প্রয়োজনে খাল/বিল/উন্মুক্তজলাশয় থেকে আহরনকৃত মাছ Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে। এক্ষেত্রে Wish Pond টি একদিকে চাষীর পুকুর অন্যদিকে জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে। পুকুরে অক্সিজেন সংকটে Aquarium Air Pump ব্যবহার করা হবে। এছাড়া জৈব মাটি সমৃদ্ধ বস্তায় সব্জি লাগিয়ে পুকুরের উপরে জালের বেড়া দিলে পুঁইশাক, সিম, বরবটি, উচ্চে, কাঁচা মরিচ, বেগুন ইত্যাদি সব্জির উৎপাদন হবে যা চাষির দৈনিক চাহিদা মিটাতে সাহায্য করবে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি আর্থ-সামাজিকভাবে লাভবান হবে।	Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে, জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে, পুকুর পাড়ে উৎপাদিত সব্জি তাদের দৈনিন্দিন চাহিদা মিটাবে।	রাজ কুমার বিশ্বাস ০১৭৪০৫৭৮১০২ rajkumarbiswasdof@gmail.com	কার্যক্রম চলমান	Wish Pond টির আয়তন ১২৫ -৩২৫ বর্গফুট আয়তনের হতে পারে। আয়তনের উপর নির্ভর করে ব্যয়ের পরিমান। এক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি Wish Pond করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার মূল্য- বস্তা- ৪০টি (প্রতিটি ২৫টাকা)=১০০০/০০ পলিথিন- (থোক) ২০০০/০০, নেট- থোক- ২০০/, Aquarium Air Pump- ১টি- ৫০০/ খাদ্য- থোক- ২৫০০/ মাছের পোনা- ২০০০/০০ , সাইনবোর্ড- ৫০০/ অন্যান্য-৫০০/ সর্বমোট ৯২০০/০০	পাইলটিং কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে, জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে, পুকুর পাড়ে উৎপাদিত সব্জি তাদের দৈনিন্দিন চাহিদা মিটাবে।	রাজ কুমার বিশ্বাস ০১৭৪০৫৭৮১০২ rajkumarbiswasdof@gmail.com
০৫	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার	শুধুমাত্র চাষি/ব্যবহারকারী রোগাক্রান্ত মাছের একটি ছবি উঠানোর মাধ্যমে ডেটা এনালিসিস, পিক্সেল এনালিসিস এবং ডেটা ম্যানিপুলেশন এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় করা যাবে এবং রোগের মাত্রা অনুযায়ী ঔষধের ডোজ নির্ণয় করা যাবে এবং জিপিএস এপিআই ব্যবহার	বেশিরভাগ সময়ই চাষিরা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যাতায়ত করে বলে সঠিক সময়ে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩	কার্যক্রম চলমান	১ টি রোগ নির্ণয়ে পাইলটিং সম্পন্নঃ ২৫,০০,০০০/= সকল রোগ আইডেন্টিফাইয়িং এর মেশিন লার্নিং এবং অ্যাপস প্রস্তুতে খরচ	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	চাষিরা যেকোন রোগের তাৎক্ষনিক এবং নির্ভূল ব্যবস্থা নিতে পারবে।	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			করে চাষি/ব্যবহারকারীর স্থান নির্ণয় করা যাবে এবং পরবর্তীতে মাছের ঔষধ বিক্রেতার দোকানের ডেটাবেইজ (এপ্লিকেশনের সাথে লিংকড থাকবে) থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোকানির নাম্বারে কল চলে যাবে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ডোজ টি চলে যাবে। দোকানি সাথে সাথে তার লোক দিয়ে চাষির পুকুরে পৌঁছে দিবে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে (এজন্য তাকে আলাদা পে করা হবে)। এবং এই পুরা কাজটি করতে সময় লাগবে ৩০ সেকেন্ড + দোকানির ঔষধ নিয়ে আসতে যতটুকু সময় লাগে।	নয়া। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটির দিন/ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিটিং এ থাকলে চাষিরা রোগ বিষয়ক পরামর্শ নয়া নিয়েই চলে যান। ফলে এসব কারণে রোগ সনাক্ত এবং প্রতিকারে অনেক সময় ব্যয় হয়। ফলে চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন।	shufoldof@gmail.com		আনুমানিকঃ ১,৬০,০০,০০০/=				shufoldof@gmail.com
০৬	বেতাগী, বরগুণা	স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ রক্ষায় বেতাগী মডেল	স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্বুদ্ধ করে টিম গঠনপূর্বক নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা। নদীর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে এলাকাভিত্তিক ৫-৬ জন করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে দিনরাত পাহারা বসিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা হয়। এছাড়া নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া সহজ হয়।	ইলিশ সম্পদ রক্ষায় মৎস্য বিভাগের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। যে কারণে অনেকক্ষেত্রেই ইলিশ সম্পদ রক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় না। ফলে বিভিন্ন স্থানে আইন ভঙ্গকারীদেরকে জেল জরিমানা করতে হয়। মোবাইল ফোনের আধিক্যের ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সফল অভিযান ব্যহত হয়। নদীর একদিক থেকে অভিযানে নামলে অন্যদিক অনিরাপদ হয়ে পড়ে।	মোস্তফা-আল-রাজীব ০১৭১৭-২৫৪৭০৮ razib.fhdu@gmail.com	পাইলটিং সম্পন্ন	৫০,০০০/=	হ্যাঁ	না	ইলিশ সম্পদ রক্ষা কার্যক্রম অনেক বেশী সহজ ও সফল হবে। ইলিশের উৎপাদন আরও বাড়বে। নিজেদের সম্পদ নিজেরাই রক্ষা করতে সক্ষম হবে।	মোস্তফা-আল-রাজীব ০১৭১৭-২৫৪৭০৮ razib.fhdu@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
০৭	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	সিংগেল ড্রপ টাইট্রেশনের মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাণ পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইকরণ	এই পদ্ধতির মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাপ পদ্ধতিটি নিম্নস্বাক্ষরকারি কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম। এই পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ/ মৎস্য খামারের মালিকগণ তাদের খামারের পানির পিএইচ সম্পর্কে অতি সহজে, স্বল্প ব্যয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন।	সাধারণত পানির গুণাগুন পরীক্ষা ব্যাপারটি টেকনিক্যাল এবং চাষিরা সহজে এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন না। এছাড়া পানির পিএইচ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যন্ত্রপাতি ছাড়া পরীক্ষা করতে পারেন না। ফলে অতি দ্রুত যে কোন সময় এ সেবা দেয়া যায় না।	মোঃ হাদিউজ্জামান ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ hadi০৬bau@gmail.com	কার্যক্রম চলমান	১,০০,০০০/=	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	চাষিরা স্বল্পমূল্যে নিজেরাই পানির গুণাগুন পরীক্ষা করতে পারবে। ফলে TCV সাশ্রয় হবে।	মোঃ হাদিউজ্জামান ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ hadi০৬bau@gmail.com
০৮	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	অভয়াশ্রম	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে নদীতে অভয়াশ্রমের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও মাছের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি।	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্যোগে তাই সেখানে ব্যয় ও সময় ব্যক্তির জন্য নগণ্য।	শাহানা নাজনীন ০১৯৮৩৯৯০৬৫৯ marjan৯০.dof১৬@gmail.com	২০১৯-২০ এ প্রাপ্ত নতুন আইডিয়া	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে।	না	হ্যাঁ	দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত হবে।	শাহানা নাজনীন ০১৯৮৩৯৯০৬৫৯ marjan৯০.dof১৬@gmail.com
০৯	কাহারোল, দিনাজপুর।	দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষনে সচেতনতামুলক সাইনবোর্ড স্হাপন	কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট প্রাকৃতিক জলাশয় রয়েছে, এগুলোতে সারা বছর পানি জমা থাকে। যেমন ব্রীজের দুই মুখ, কার্লভার্টের পাশে, বিলের মুখ, খালের কিছু অংশ, এসকল জলাশয়ে দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ যেমন- টেংরা, গুতুম, মলা, ঢেলা, চেলা, শিং, মাগুর, বাইম,টাকি ইত্যাদি পাওয়া যায়। লোকজন শীতকালে সেচ দিয়ে এসব জলাশয়ের সব মাছ ধরে নেয়। এতে মা মাছ সহ ছোট পোনা মাছ নিধন হয়ে যায়। এই নিধন রোধে জলাশয়গুলোতে উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। সাইনবোর্ডে "এই জলাশয়ে কারেন্ট জাল ব্যবহার ও সেচ দিয়ে শুকিয়ে মাছ ধরা নিষেধ, অন্যথায় আইনের	দেশীয় প্রজাতির মা মাছের আশ্রয়স্থল স্থাপন, প্রাকৃতিক জলাশয়ের অবক্ষয় রোধ।	আবু জাফর মোঃ সায়েম ০১৭১৯০৩৮৮৩২ ajmsdof@gmail.com	২০১৯-২০ এ প্রাপ্ত নতুন আইডিয়া	প্রতিটি সাইনবোর্ড স্থাপন ব্যয়-১০০০ টাকা, আইন বাস্তবায়ন বাবদ -২০০০ টাকা (প্রতিদিন)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করণ।	আবু জাফর মোঃ সায়েম ০১৭১৯০৩৮৮৩২ ajmsdof@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			আওতায় আনা হবে, প্রচারে- উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও প্রশাসন" উল্লেখ রয়েছে। এই কার্যক্রমের স্লোগান " দেশীয় ছোট মাছের জলাশয়, করবোনা আর অবক্ষয়" দেয়া হয়েছে।								
১০	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	মৎস্যচাষীদের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তির উৎস অবহিতকরণ ও সহজিকরণ	অনেক মাছচাষী মাছচাষের উপকরন যেমন- পোনা, খাদ্য, খাদ্যের উপকরণ, মাছের রোগ সম্পর্কিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে জানেন না। ফলে তারা কাংখিত মাত্রায় মাছের উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। ফলশ্রুতিতে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। যদি মৎস্যচাষীদের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে সঠিক সময়ে অবহিতকরণ করা যায় তাহলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি চাষীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।	১। গুনগতমানের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। ২। নিরাপদ মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে। ৩। চাষীরা বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ৪। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	বরুণ কুমার মন্ডল ০১৯১৩৮৮২১৮৮ sufoshibgonjchapainawabgonj@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	১। প্রচার বাবদ ব্যয়: ১৬০০০/-, ২। লিফলেট তৈরি ও বিতরণ: ২৫০০০/-, ৩। পোস্টার/ফেস্টুন তৈরি ও লাগানো: ৩২০০০/- , ৪। ইউনিয়ন/ পৌরসভায় অবহিতকরণ সভা: ৩২০০০/-	না	হ্যাঁ	১। গুনগতমানের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। ২। নিরাপদ মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে। ৩। চাষীরা বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ৪। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	বরুণ কুমার মন্ডল ০১৯১৩৮৮২১৮৮ sufoshibgonjchapainawabgonj@gmail.com
১১	ফিশারিজ কোয়ারান্টাইন অফিসার, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।	মৎস্য পরামর্শ সেবা সহজীকরণ।	মৎস্য চাষীগণ নিম্নোক্ত কারণে মৎস্য অফিস থেকে সহজে পরামর্শ সেবা পায় না - লোকবল সংকটের কারণে, মৎস্য অফিসার সভা/প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকলে, বন্যা/ঝড়/যানবাহন সংকটের কারণে উপজেলার দূরবর্তী চাষীগণ উপজেলায় পরামর্শের জন্য আসতে চান না। তাছাড়া পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সহজে খুঁজে পান না। তাছাড়া মৎস্য অফিসার বদলী হলে তাঁর থেকে কাঙ্খিত পরামর্শ সহজে পাওয়া যায় না। এ সকল সমস্যা সমাধানে উপজেলার জন্য একটি মোবাইল নম্বর ব্র্যান্ডিং করা হবে যাতে কর্মকর্তা বদলী হলেও মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত থাকে। উক্ত নম্বর প্রচারের জন্য একটি লিফলেট তৈরি করা হবে এবং উক্ত লিফলেটে আরো থাকবে-	১. চাষীগণ কম সময়ে, কম খরচে মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। ২. উপজেলার সাথে চাষীদের যোগাযোগ নিবিড় হবে। ৩. প্রান্তিক চাষীগণ লাভবান হবেন। ৪. মাছের উৎপাদন বাড়বে। ৫. সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল ভাতা	আরাফাত উদ্দিন আহম্মেদ ০১৮১৫৩২০৯৯৬ arafatufo@yahoo.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	একটি সিম, মোবাইল ও লিফলেটের জন্য প্রায় দশ হাজার টাকা।	না	হ্যাঁ	১. চাষীগণ কম সময়ে, কম খরচে মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। ২. উপজেলার সাথে চাষীদের যোগাযোগ নিবিড় হবে। ৩. প্রান্তিক চাষীগণ লাভবান হবেন। ৪. মাছের উৎপাদন	আরাফাত উদ্দিন আহম্মেদ ০১৮১৫৩২০৯৯৬ arafatufo@yahoo.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট দোকানের মোবাইল নম্বর সহ ঠিকানা, কিছু বহুল ব্যবহৃত ঔষধের নাম, মাত্রা ও প্রয়োগ, মৎস্য সম্পর্কিত ডিজিটাল সেবা সমূহ (ওয়েবসাইটের ঠিকানা ও সেবা সমূহ, কৃষি তথ্য সার্ভিস এর মোবাইল নম্বর, ফিশ এডভাইস অ্যাপস ব্যাবহার পদ্ধতি ইত্যাদি)।	প্রাপ্তির যৌক্তিকতা জোড়দার হবে।						বাড়বে। ৫. সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল ভাতা প্রাপ্তির যৌক্তিকতা জোড়দার হবে।	
১২	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	চাষির Profit Maximize এর জন্য অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনা	একটা এপস/ওয়েবসাইটে চাষকৃত মাছের লিস্ট দেওয়া যাবে মাসিক ক্যালেন্ডার অনুসারে। এই এপসে মাছের মূল্য ইনপুট করা যাবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা মৎস্য অফিসের লোকজন ১ম বছর দামের আপডেট করবেন। পরবর্তী বছর কোন মাসে কোন দিনে মাছ বিক্রি করলে মূল্য বেশি পাওয়া যেতে পারে সে ধারণা চাষিরা পাবে এবং সে অনুযায়ী মাছ ধরা ও বিক্রি করতে পারবে। বেশিরভাগ সময়ে একই দিনে এলাকার সব পুকুরের মাছ ধরে বিক্রি করার ফলে খুবই সস্তায় মাছ বিক্রি করতে হয় এমনক অবিক্রিতও থেকে যায়। এতে চাষি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তা রোধে এই উদ্ভাবনটি করা যেতে পারে।	১। মাছের সঠিক প্রাপ্যতা ২। চাষির মাছ বিক্রির ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ৩। সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা ৪। সর্বোচ্চ লাভ ও মাছ চাষে আগ্রহ তৈরি	মোঃ বদিউল আলম সুফল উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	২,০০,০০০/=	না	হ্যাঁ	অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনা মোবাইল অ্যাপস/অনলাইন সফটওয়্যার চালুর ফলে বাংলাদেশের সকল এলাকার Real Time মাছের মূল্য সম্পর্কে জানা যাবে। এতে চাষিরা কোন এলাকায় মাছের কি দাম সে সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। এতে মাছ চাষ লাভজনক হতে পারে। এছাড়া মৎস্য কর্মকর্তাদের জন্য একটি চমৎকার মনিটরিং টুল হতে পারে।	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com

গ) উদ্ভাবনের ধরনঃ রেপ্লিকেটিং (রেপ্লিকেটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উপপ্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব মৎস্য উৎপাদনে মোবাইল অ্যাপস ‘’ মৎস্য চাষি বার্তা’’	প্রান্তিক চাষিদের জন্য এমন একটি অ্যাপস প্রনয়ন করা জরুরী যেখানে চাষিরা ঘরে বসে তার কাংখিত সেবা পেয়ে যেতে পারে। তাই দপ্তরের এফএ, লিফ, এএফও, এর সহায়তায় কলাপাড়া উপজেলা হতে দুরবর্তী একটি গ্রাম নিশানবাড়ীয় বাছাই করে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল; যেখানে চাষির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং, চাষের প্রজাতি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত জরিপ কার্যক্রম ও তথ্যের ভিত্তিতে একটি ডাটাবেজ প্রনয়ন করা হয়। সেবা সম্পর্কিত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপস প্রনয়নের মাধ্যমে এসএমএস এর মাধ্যমে নির্বাচিত এলাকার চাষিদের পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা,	মৎস্য চাষির পরামর্শ গ্রহনের অনাগ্রহ, পরামর্শ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে না জানা, পরামর্শ গ্রহনে অফিস যাতায়াতে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হওয়া এবং নাগরিক সেবায় জনবল সমস্যাই মূল কারন। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত সমস্য সমূহ চাষির পরামর্শ গ্রহনে অনাগ্রহের কারনঃ- প্রান্তিক চাষির জন্য পরামর্শ গ্রহন সেবা গ্রহণ কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ; কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা বা সঠিকতা উপলব্ধি না করা। চাষ কালীন সমস্যায় নিকটবর্তী চাষির কাছ থেকে ভূল চিকিৎসা গ্রহন। প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা গ্রহনে যাতায়াতের অসুবিধায় কাঙ্ক্ষিত সেবাগ্রহনে অনীহা;	মোঃ কামরুল ইসলাম ০১৭১৬৫৩৭৭৩০ kamrul.dof.২৫@gmail.com	২৮,ফেব্রুয়ারীয় ২০১৮ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ সরকা মাননীয় মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র মহোদয় আনুষ্ঠানিক ভাবে মোড়ক উম্মোচনের মাধ্যমে মৎস্য চাষি বার্তা’ উদ্বোধন করেন এবং যা বর্তমানে ম অধিদপ্তরের ভেলিডেশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মাঠ পর্য ব্যবহারের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প এল ও সম্প্রসারিত এলাকায় চাষিরা ভীষণ খুশী তাদের অগ্রি তাৎখনিক সেবা পেয়ে। এখন অনিয়মিত বা সাধারন চা (শুধু পকুরে কিছু পোনা ছেড়ে খাবার ও ব্যবস্থাপনায় তে আগ্রহ নাই) মাছ চাষে আন্তরিক ও প্রত্যয়ী দেখা যায়। স চাষিরা মাছ চাষের সঠিক ব্যবস্থাপনার উপর নজর দিয়ে এবং মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন ; f ব্যাক হিসেবে চাষি প্রায় সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন যা অ ভাল লক্ষন বলে অমি মনে করি।	২,০০,০০০/=	বাস্তবায়িত	হ্যাঁ	TCV উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।	মোঃ কামরুল ইসলাম ০১৭১৬৫৩৭৭৩০ kamrul.dof.২৫@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			রোগ প্রতিরোধে করনীয়, রোগ নিরাময় ও হাতে (ফার্ম ফিড) খাদ্য তৈরী প্রক্রিয়া এবং যৌক্তিকতা বিষয়ে মোবাইল বার্তার মাধ্যমে একই সাথে সকল চাষিকে বা চাষের ধরনের ভিত্তিতে (কার্প মিশ্র, একক চিংড়ি, একক পাংগাস/তেলাপিয়া, কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র/কার্প কোরাল মিশ্র/ কাকড়া চাষিকে) পৃথক পৃথক চাষিকে কাংখিত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাইলট এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কি কি সমস্যার সমাধান হয়েছেঃ- সেবা গ্রহনে ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে এবং কম সময়ে অধিক চাষিকে সঠিক সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। চাষি তার ঘরে বসেই কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে । সময় ও মৌসুম অনযায়ী কি করনীয় তা চাষি অগ্রিম পেয়ে যাবে (পুকুর প্রস্তুতি, পোন সংগ্রহ, বা ইত্যাদি)। চাষি সর্বদা মৎস্য বিভাগের নজরদারিতে থাকছে এবং আস্থার সম্পর্ক তৈরী হয়েছে।	ছোটখাট সমস্যায় সঠিক পরামর্শ গ্রহন না করে নিজে নিজে চিকিৎসা দেয়া/ অন্যের অপচিকিৎসার দরুন মাছের মৃত্য হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্ট জীবানুর সৃষ্টি হতে পারে। সঠিক মাত্রার লোকবল ও যৌক্তিক বাহন (গাড়ী) এর অভাবে মৎস্য বিবাগের জন্য সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা। কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যাক্রান্ত চাষিকে নিকটস্থ চাষি ইর্ষান্বিত হয়ে ভূল পরামর্শ দিয়ে চাষিকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়; যার দরুন নতুন চাষি সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।							

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			পুকুর প্রস্তুতিতে করনীয় এবং পোনা ব্যবস্থাপনা (কি কি পোনা, পোনার পরিমান, সাইজ, জাত) সম্পর্কে পরামর্শ বার্তা চাষি ঘরে বসেই পেয়ে থাকছে । অপ-পরামর্শ/ভূল পরামর্শের ক্ষতি থেকে চাষি রক্ষা পাচ্ছে। চাষির খাদ্য অপচয়/পোনার অপচয় কমে যাওয়ায় লভ্যাশ বেড়ে যাচ্ছে। রোগ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পরমর্শ বার্তা আকারে পেয়ে যাচ্ছে। সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহন করারয় রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে এবং মাছ চাষির মাঝে আগ্রহ হচ্ছে। আপদকালীন (দুর্যোগ) করনীয় সম্পর্কে চাষিকে অগ্রিম বার্তা আকারে বা তাৎক্ষনিক করনীয় বিষয়ে পরামর্শ পেরন করায় চাষি ক্ষতি থেকে বেঁচে যাচ্ছে বা ক্ষতির পরিমান কমিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে। মাছ চাষে সঠিক প্রোবায়োটিক, গ্রোথ প্রোমোটার ও মানসম্পন্ন –নিরাপদ ঔষদাধির ব্যবহার হওয়ায় রোগের প্রোকোপ কমার সাথে সাথে চাষির লভ্যাংশ								

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			বেড়ে যাচ্ছে এবং রেজিস্ট্যান্ট জীবানুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। মাছ চাষের সফলতায় বেকার যুবকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন নতুন চাষির সৃষ্টি হচ্ছে , বিদ্যমান চাষির পকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ; ফলে মিষ্টি পানির জলাধার সৃষ্টি হওয়ায় পানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রান্তীক চষি পরিবারের আমিষ গ্রহনের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মেধাসম্পন্ন প্রজন্ম তৈরীতে সহায়ক। পারিবারিক মৎস্য আমিষ গ্রহনের পরিমান বৃদ্ধি হওয়ায় রোগের প্রাদূর্ভাব কমে যাচ্ছে এবং পারিবাকি শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য রপ্তানী বিশেষ করে তেলাপিয় ও পাংগাস (আন্তকাটাবিহীন) মাছের বাজার সৃষ্টিতে মানসম্পন্ন চাষি তৈরীর পথ সগম হচ্ছে। বিনা মূল্যে পরামর্শ সেবা সম্প্রসারন হচ্ছে এবং পরামর্শ গ্রহনে চাষির আগ্রহ ও অভ্যাস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।								

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর

ঘ) উদ্ভাবনের ধরনঃ রেপ্লিকেটেড (রেপ্লিকেশন শেষ / সম্পন্ন)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্য পরামর্শ প্রদান	মাছ ও চিংড়ি চাষ পদ্ধতি, রোগ বালাই, চাষকালীন উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাবলির সচিত্র সমাধান পদ্ধতি দেয়া আছে।	মাছ চাষকালীন সময়ে মৎস্য চাষিরা চাষ পদ্ধতি ও রোগ বালাই সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে না। ফলে সময়, অর্থ ও যাতায়ত অপচয় হয় ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	সাধন চন্দ্র সরকার ০১৭১৮০০৫১৭৫ sarkersc০৪@gmail.com	প্রথম পর্যায়ের আপডেট কার্যক্রম চলমান	ব্যয়িত অর্থঃ পাইলটিংঃ ১,২৫,০০০/= স্কেল আপ = ১,০০,০০০/= আপডেটিং = ১,০০,০০০/=	হ্যাঁ	হ্যাঁ	TCV উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।	সাধন চন্দ্র সরকার ০১৭১৮০০৫১৭৫ Sarkersc০৪@gmail.com